পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী

বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অফ সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
মহাখালী
রোড নং ২৮
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

১ম মুদ্রণ : জুন ২০০০
২য় সংস্করণ: জুলাই ২০০২
৩য় সংস্করণ: জুন ২০০৬

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার কম্পিউটার্স
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগ: ০১৯১২৯৭০০৬২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন : ৭১১১২৭২
৭১২২৮৬৫
০১৭১২-১২৬০৫৮

মূল্য ১৫.০০ টাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ:	৭
	❖ আল-কুরআন	৭
	❖ আল-হাদীস	৮
	❖ কিয়াস ও ইজমা	৮
৩.	গোড়ার কথা	৯
৪.	বিবেক-বুদ্ধি জিনিসটি কী এবং এর উৎস কী	১০
৫.	বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব	১৩
৬.	ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির বইরের কথা আছে কি নেই	১৭
৭.	কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির উৎস, পৌছার মাধ্যম ও নির্ভুলতার তুলনামূলক পর্যালোচনা	২১
৮.	বিবেক-বুদ্ধির গুণসমূহ	২৪
৯.	বিপরীত পরিবেশ বা শিক্ষায় বিবেক-বুদ্ধির অবদমিত বা পরিবর্তিত হওয়ার মাত্রা	২৫
১০.	বিবেক-বুদ্ধিকে আল কুরআন ও হাদীসের অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণসমূহ	২৫
১১.	বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা	২৯
১২.	ইসলাম সম্বন্ধে অন্যের বলা বা লিখা সকল কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া তথা অন্ধ-অনুসরণের গুনাহ	৩১
১৩.	বিবেক-বিরুদ্ধ কিছু কথা ও আমাল যা মুসলমান সমাজে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং যা ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে	৩৪
১৪.	ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ	৩৮
১৫.	শেষ কথা	৩৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলমান ও অমুসলমানদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছি, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে—

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (স.) মাধ্যমে মুসলমানদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশীয়াহ:২২,নিসা:৮০) আল্লাহ রাসূলকে (স.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবে।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে (কারণ, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা হলো হাদীস) কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখান সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০১.০১.২০০০ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০টায় ইনসাফ ডায়াগনস্টিক ও কনসালটেশন সেন্টার, ১২৯ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (স.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটি যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (স.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (স.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রকার স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা এবং তারপর চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক একটা আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা

করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, তথা বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে বিপরীতধর্মী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. আল-হাদীস

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (স.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (স.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (স.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যেগুলো কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়। হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণনাকারী সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে

আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন ও হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বোঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

গোড়ার কথা

পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করেছি, দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি সেখানকার মুসলমানদের ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা এবং ইসলাম পালন গভীরভাবে অবলোকন করেছি। প্রত্যেক স্থানে লক্ষ্য করেছি, মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক কথা চালু আছে যা বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ উল্টো। আর মুসলমানরা সে অবিবেচক কথা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে আমলও করছে। কুরআন তথা ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার জন্যে মনের মধ্যে খটকা থাকা সত্ত্বেও আমিও ঐ অবিবেচক কথাগুলো আমল করেছি। দেশে ফিরে এসে আল-কুরআন ও হাদীস বিস্তারিত পড়ার পর এবং তথায় বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে যে তথ্য আছে তা জানার পর আমার মনে হল, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির উল্টো কোন কথা থাকার কথা নয়। এর পর যে সকল অবিবেচক কথা মুসলমান সমাজে চালু আছে, সেগুলোর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্যে কুরআন-হাদীস ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে লেগে যাই। সে অনুসন্ধানের ফলাফলে আমি অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, ঐ অবিবেচক কথাগুলোর পক্ষে কুরআন-হাদীসে প্রকৃত কোন বক্তব্য নেই বরং তার বিপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে। আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই যখন দেখলাম, ঐ অবিবেচক কথাগুলোই মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্যে প্রধানত দায়ী। তাই আমার মনে হলো, মুসলমান জাতিকে জানানো দরকার- আল কুরআনে বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে কী কী তথ্য আছে। ঐ তথ্যগুলো জানতে পারলে তারা সহজে বুঝতে পারবে, ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর গুরুত্ব কতটুকু এবং

কেন। আর এটাই ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে বিবেক-বুদ্ধি ও কুরআন-হাদীস বিরুদ্ধ কথাগুলো মুসলমান সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে। এর ফলে মুসলমান জাতির কী অপরিসীম কল্যাণ হবে, তা সময়ই বলে দেবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমার বর্তমান প্রচেষ্টা।

বিবেক-বুদ্ধি জিনিসটি কী এবং এর উৎস কী?

চলুন, প্রথমে আল-কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যাক, বিবেক-বুদ্ধি জিনিসটি আসলে কী এবং তার উৎসটিই বা কী? এ বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানতে পারলে বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কিছু সহজে বোঝা ও মানা যাবে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

সূরা আশ্-শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে পাপ ও সৎ (ভুল ও সঠিক) কাজ ইলহাম করেছেন।

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে মানুষের জীবনে এবং সে জীবনের সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ তাঁর নিজের) শপথ করে বলেছেন, তিনি মানুষকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ্ দুটো কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে ‘গঠন’ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘সঠিক’। ‘গঠনের’ মাধ্যে সব ধরনের গঠন অর্থাৎ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল গঠনই অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ‘সঠিক গঠন’ বলতে আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন, মানুষের সেই শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে তা ‘সঠিক’ ভূমিকা রাখতে পারে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই ‘সঠিক’, ‘মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক’ গঠনকে বিবেক-বুদ্ধি বলা হয়। তাহলে আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন অবচেতনভাবে তা সকল সময় মানুষকে ইঙ্গিত করে কোন জিনিসটি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে সঠিক বা কল্যাণকর আর কোনটি তার উল্টো। এ কথাটিই আল্লাহ্ আরো সরাসরি বলেছেন পরের আয়াতটিতে।

পরের আয়াতটিতে আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মানুষকে পাপ কাজ ও সৎ কাজের ইলহাম করেছেন। ইলহাম শব্দের উৎপত্তি আরবী (لَهْمٌ) শব্দ থেকে। এর অর্থ গিলে ফেলা বা গিলিয়ে দেয়া। আর পারিভাষিক অর্থে ইলহাম শব্দটির অর্থ

হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে কোন কথা বা চিন্তাকে অবচেতনভাবে মানুষের মনের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়া বা জাগিয়ে দেয়া।

'ইলহাম' শব্দের এই পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী মানুষের প্রতি পাপকর্ম ও সৎকর্ম ইলহাম করার অর্থ দাঁড়ায়-প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে আল্লাহ্ একটি শক্তি বা ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন যা তাকে 'ইঙ্গিত' করে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়, কোনটি অসত্য ও কোনটি সত্য বা কোনটি খারাপ ও কোনটি ভাল। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করে থাকি। পাপ কাজ করলে আমাদের মন বলে দেয়, কাজটি করা ঠিক হচ্ছে না বা ঠিক হল না। মানুষের অবচেতন মনের আল্লাহ্ প্রদত্ত এই শক্তি বা ক্ষমতাটিকেই আমরা বিবেক-বুদ্ধি বলি বা বিবেক-বুদ্ধি বলা হয়।

তথ্য-২

সূরা রুমের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.

অর্থ: তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দীনের (ইসলামের) উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ এখানে রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে বলছেন, তোমরা একনিষ্ঠভাবে নিজেদেরকে দীন ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এরপর আল্লাহ বলছেন, এটিই আল্লাহর প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা। এর উপরই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ বলছেন ইসলাম হচ্ছে প্রকৃতির জীবন ব্যবস্থা (স্বভাবধর্ম) এবং তিনি মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে এমন যোগ্যতা (বিবেক-বুদ্ধি) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা প্রকৃতির জীবনব্যবস্থা ইসলামকে সহজে বুঝতে ও অনুসরণ করে চলতে পারে।

তথ্য-৩

সূরা আল কিয়ামাহ্-এর ২নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন–

৮

وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

অর্থ: আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী মনের।

ব্যাখ্যা: لَوَّامَةٌ শব্দটি لَوْمٌ শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে তিরস্কার বা ধিক্কার দেয়া। এখানে আল্লাহ্ কসম খাচ্ছেন সেই নফসের অর্থাৎ সেই মনের, যে ভুল

বা অন্যায় কাজ করা, চিন্তা করা বা মেনে নেয়া অথবা ভুল মন-মানসিকতা পোষণ করার দরুন মানুষকে লজ্জিত, অনুতপ্ত বা তিরস্কার করে। মানুষের এই মনটিকেই বলা হয় বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি।

আল-হাদীস

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلاَمُ لِـــوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছাকে (রা.) বলছেন, তুমি কি আমার নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অত:পর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করা। কথাটি তিনি তিন বার বললেন। তারপর বললেন; যে বিষয়ে তোমার নফ্স ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (তিরমিযী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, ইসলামী জীবন বিধানে নেক কাজ বা সিদ্ধ কাজ হচ্ছে সেই কাজ, যা করতে অন্তর বা বিবেক স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। অর্থাৎ যেটি বিবেকসিদ্ধ। আর পাপ বা নিষিদ্ধ কাজ হচ্ছে সেই কাজ, যা করতে অন্তরে অর্থাৎ বিবেকে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যেটি বিবেক-বিরুদ্ধ। তাহলে হাদীসটি থেকে সহজে বোঝা যায়, (সাধারণত) বিবেক-বুদ্ধিসিদ্ধ কথা হচ্ছে ইসলামের কথা, আর বিবেক-বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা নয়।

হাদীসটির শেষে রাসূল (সা.) বলেছেন, যদিও মানুষ ফতোয়া দেয়। এ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন বিবেক-সিদ্ধ কোন কথাকে ইসলামের কথা নয় বা বিবেকের বাইরের কোন কথাকে ইসলামের কথা বলে যদি কেউ ফতোয়া দেয়, তবে কুরআন-হাদীসের বিনা যাচাইয়ে তা অবশ্যই মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন।

⑥⑥ কুরআন ও হাদীসের উপরের তথ্যসমূহ হতে সহজে বোঝা যায় বিবেক হচ্ছে একটি শক্তি যা মহান আল্লাহ্ জন্মগত বা অতিপ্রাকৃতিকভাবে মানুষকে দিয়েছেন এবং যা মানুষের অন্তরে ধারণা দেয় বা ইঙ্গিত করে কোনটি ইসলামী জীবন বিধান অনুযায়ী ভুল বা সঠিক, গুনাহ বা নেকী, অন্যায় বা ন্যায়, অকল্যাণকর বা কল্যাণকর। আর বিবেক নিয়ন্ত্রিত-বুদ্ধি হল বিবেক-বুদ্ধি। অন্য কথায় বলা যায় বিবেক-বুদ্ধি হল ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎস।

বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব

সাধারণ জ্ঞান

তথ্য-১

আল-কুরআনের তথ্য থেকে আমরা জেনেছি, বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহর দেয়া একটি গুণ, যোগ্যতা, শক্তি বা ক্ষমতা। মানুষের জন্যে দরকারী না হলে আল্লাহ্ তা মানুষকে অবশ্যই দিতেন না। মহান আল্লাহ্ বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন এটি ধারণা করাও কুফরী কাজ। এটি আল্লাহ্ বলেছেন সূরা ছোয়াদের ২৭ নং আয়াতে।

তথ্য-২

উপরে বর্ণিত আল-কুরআনের ৩ নং তথ্যে আমরা দেখেছি, আল্লাহ বিবেক-বুদ্ধির কসম খেয়েছেন। আল্লাহ্ যে জিনিসের কসম খেয়েছেন, তা কম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হওয়ার কথা নয়।

তথ্য-৩

আল-কুরআনে বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلٌ বলা হয়েছে। এই عَقْلٌ শব্দটি আল্লাহ্ কুরআনে ৪৯ বার উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে ২২ জায়গায় আল্লাহ্ মানুষকে

তিরস্কার করেছেন আল-কুরআন তথা ইসলামের বিভিন্ন বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না জানা বা না বোঝার জন্যে। বাকি ২৭ জায়গায় তিনি হয় কুরআন তথা ইসলামের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে জানতে বা বুঝতে বলেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন, আর না হয় অন্যভাবে বিবেক-বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। আল-কুরআনে ৪৯ বার বিভিন্নভাবে বিবেক-বুদ্ধির কথাটি উল্লেখ থাকাটা পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামী জীবনবিধানে বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব যথেষ্ট।

আল-কুরআন

তথ্য-১

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَ ئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ.

অর্থ: পরে সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। (তাকাছুর-৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে সকল নিয়ামত তিনি মানুষকে দিয়েছেন তা তারা যথাযথভাবে দুনিয়ায় ব্যবহার করেছিল কিনা সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। অর্থাৎ সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে। বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষকে দেয়া একটি অতিবড় নিয়ামত। গুরুত্বের দিক দিয়ে কুরআন ও সুন্নাহের পর এর স্থান। তাই আল্লাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছিল কিনা সে ব্যাপারে যেমন জিজ্ঞাসা করা হবে তেমনি জিজ্ঞাসা করা হবে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছিল কিনা।

তথ্য-২

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً.

অর্থ: নিশ্চয়ই চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর (বিবেক) এসব কিছুর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। (বনী-ইসরাইল:৩৬)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এখানে নিশ্চয়তাসহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে পরকালে সকল মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং অন্তরের (বিবেকের) শক্তি সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ এখানে নিশ্চিত করে জানিয়ে দিয়েছেন

যে শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছিল কি না সে সম্বন্ধে মানুষকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তির যথাযথ ব্যবহারের একটি দিক হল যা শুনতে নিষেধ করা হয়েছিল তা শুনা হয়েছে কিনা, যা দেখতে নিষেধ করা হয়েছিল তা দেখা হয়েছে কিনা এবং যে বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে (চিন্তা-ভাবনা করতে) নিষেধ করা হয়েছিল সে বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি খাটান হয়েছিল কিনা। শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তি ব্যবহারের জবাবদিহিতার এ তিনটি দিক বহুল আলোচিত। কিন্তু শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তি ব্যবহারের অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মোটেই আলোচনায় আসে না। সেটি হল- যে বিষয়টি একজন মানুষ নিজ কানে শুনেছে সে বিষয়ে কোন নামকরা ব্যক্তির তথ্য বা বক্তব্য বিনা দ্বিধায় বা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া, যে বিষয়টি কোন ব্যক্তি নিজ চোখে দেখেছে সে বিষয়ে অপর কোন বড় ব্যক্তির বক্তব্য বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা, যে বিষয়ে একজনের বিবেক একরকম বলছে ঐ বিষয়ে অন্য কোন বড় ব্যক্তির বক্তব্যকে বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া। এরকম আচরণ করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া ঐ তিনটি বড় নিয়ামতকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা। এ ধরনের আচরনকেই রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন ১৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণিত হাদীসখানির শেষ লাইনটিতে।

তাহলে মহান আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহকারে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তির উল্লেখিত উভয় ধরনের ব্যবহারের ব্যাপারে পরকালে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তথা শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-৩

সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ্ এখানে নিশ্চয়তাসহকারে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না তথা বিবেক-বুদ্ধিকে সকল কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্যে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন। আল্লাহ্ যাকে নিকৃষ্টতম পশু বলেছেন তার জীবন যে ১০০% ব্যর্থ সেটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। আর এর কারণ হল কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকেও যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ের ভুল জ্ঞান

অর্জিত হবে। আর ঐ মৌলিক ভুল জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে জীবন ১০০% ব্যর্থ হবে। আল্লাহর তৈরী একটি প্রাকৃতিক নিয়ম হল মৌলিক একটি বিষয়েও ভুল হলে যে কর্মকাণ্ডের সাথে ঐ মৌলিক বিষয়টি জড়িত তা আংশিক নয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৪

সূরা ইউনুস এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অকল্যাণ চাপিয়ে দেন (অকল্যাণ চেপে বসে)।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ্ এখানে বলেছেন যারা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ বা জীবন পরিচালনা করে না তাদের উপর অকল্যাণ, বিপদ, দুঃখ ইত্যাদি চেপে বসে। এর কারণ হল, বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে কোন কাজের জ্ঞান অর্জন ও বাস্তবায়ন করলে তাতে ভুল হতে বাধ্য। ফলে ঐ কাজে মানুষের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ হয়।

তথ্য-৫

সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন-

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থ: (জাহান্নামী ব্যক্তিরা) আরো বলবে যদি আমরা নবী-রাসূলদের (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের) কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা হতে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে পরকালে জাহান্নামী ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। জাহান্নামীরা বলবে, পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণ আমাদের যা বলেছিলেন তা যদি আমরা মনোযোগসহকারে শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা হতে শিক্ষা নিতাম তাহলে আজ আমাদের দোযখে আসতে হত না। কারণ কুরআন ও হাদীসের সাথে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা ইসলাম তথা জীবন সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে সে জ্ঞানের উপর আমল করতে পারত। এ আয়াত থেকে তাই বোঝা যায় ইসলাম জানা ও বোঝার জন্যে কুরআন ও হাদীসের সাথে বিবেক-বুদ্ধিকেও যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটি প্রাথমিক কারণ হবে।

আল-হাদীস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অর্থ: হযরত আবু উসামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুন:জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (নিষেধ করবে) সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দিবে।

(আহমদ)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) দুটি বিষয় পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। যথা−

১. যাকে সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া না দিবে অর্থাৎ যার বিবেক জাগ্রত নেই সে মু'মিন নয়।
২. যে কাজ করতে অন্তরে বাধবে অর্থাৎ যে কাজে অন্তরে খুঁত খুঁত, অস্বস্তি বা অশান্তি সৃষ্টি হবে তা গুনাহের কাজ। তাই তা ছেড়ে দিতে হবে।

যে মু'মিন নয় তার পুরো জীবন ব্যর্থ এবং পরকালে তাকে দোযখে যেতে হবে। তাই এ হাদীসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন বিবেক ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় এবং বিবেক যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে দোযখে যেতে হবে।

❑❑ কুরআন, হাদীস ও সাধারণ জ্ঞানের উপরের তথ্যসমূহ হতে সহজেই বোঝা যায় যে, ইসলাম বিবেক-বুদ্ধিকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান জাতি ইসলামের অনেক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও (যা পরে আসছে) এমনভাবে মানছে ও আমল করছে, যা দেখে খুব সহজেই বোঝা যায়, তারা বিবেক-বুদ্ধিকে একেবারেই কাজে লাগায় না বা গুরুত্ব দেয় না। এটি এক সময়ের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতির বর্তমান অধঃপতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ বলে আমার মনে হয়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির বাইরের কথা আছে কি নেই

বিষয়টি বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের ভাল করে জানা ও বোঝা দরকার। কারণ, বিষয়টি সঠিকভাবে জানা ও বোঝা গেলে বিবেক-বুদ্ধি কথার ব্যাপারে তাদের কী কর্মপন্থা হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ হবে।

ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে বা বিরুদ্ধ কোন কথা বা বক্তব্য না থাকারই কথা। কারণ−

ক. কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উৎস একই অর্থাৎ মহান আল্লাহ। একই উৎস থেকে আসা তথ্য বা বক্তব্য পরস্পরের সম্পূরক বা পরিপূরক হওয়ারই কথা। বিরোধী হওয়ার কথা নয়। তাই কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্য বা বক্তব্যও পরস্পরের সম্পূরক বা পরিপূরক হওয়ার কথা, বিরোধী হওয়ার কথা নয়।

খ. পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, মহান আল্লাহ্ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআনের বক্তব্য বোঝার জন্যে এবং অন্যান্য কাজ করার জন্যে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির উল্টো কথা বা বিষয় না থাকারই কথা। তা যদি থাকত তাহলে মহান আল্লাহ্ কুরআনের বক্তব্য বোঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোকে অপরিসীম গুরুত্ব দিতে না বলে, তা নিষেধ করতেন। অর্থাৎ তিনি বলতেন, 'কুরআনকে বোঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর কোন দরকার নেই। কুরআনে আমি যা বলেছি, চোখ বন্ধ করে তা গ্রহণ করতে ও মানতে হবে'।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, আল-কুরআনে বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ কথা নেই এ কথাটি 'সরাসরি' বা 'প্রত্যক্ষভাবে' আল্লাহ্ কোথাও বলেননি। কথাটি তিনি বলেছেন 'পরোক্ষ' ভাবে। এর কারণ, কথাটায় কিছু ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কিছু বিষয় আছে, যা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কখনই বোঝা যাবে না। বিষয়গুলো নিম্নরূপ-

ক. চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বিষয়সমূহ

১. মুতাশাবিহাত আয়াতের বিষয়সমূহ

মুতাশাবিহাত আয়াতের বিষয় সম্বন্ধে সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন-

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلاَّ اللهُ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ্) তোমার নিকট এই কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করেছেন। এই কিতাবে আছে, মুহকামাত আয়াত। ঐগুলোই হচ্ছে কুরআনের মা বা আসল আয়াত। বাকি আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যাদের মনে দোষ বা বক্রতা আছে, তারাই শুধু মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে লেগে থাকে, ফিতনা ছড়ানো এবং তার প্রকৃত অর্থ বের করার উদ্দেশ্যে। অথচ তার প্রকৃত তাৎপর্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল-কুরআনের বিভিন্ন ধরনের আয়াত, বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। কথাগুলো প্রত্যেক মুসলমানের ভালভাবে জানা ও বোঝা দরকার। পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ প্রথমে এখানে বলেছেন, আল-কুরআন তাঁর কাছ থেকেই রাসূল (সা.)-এর নিকট নাযিল হয়েছে।

এরপর তিনি বলেছেন, আল-কুরআনে দুই ধরনের আয়াত আছে, মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত। এর মধ্যে মুহকামাত আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের মা বা আসল আয়াত। কুরআনের অধিকাংশ আয়াত হচ্ছে মুহকামাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল মুহকামাত আয়াত হচ্ছে প্রায় পাঁচশতের মত। বাকি মুহকামাত আয়াতগুলো (যার সংখ্যাই কুরআনে বেশি) হচ্ছে মূল মুহকামাত আয়াতের বক্তব্যগুলো বোঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে, সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল-কুরআনে কাহিনী (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল মুহকামাত আয়াতসমূহে ইসলামের আকায়েদ (বিশ্বাসগত বিষয়), ফারায়েজ, আখলাক (চরিত্রগত বিষয়), আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বুনিয়াদি বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ মুতাশাবিহাত আয়াত সম্বন্ধে বলছেন, যাদের মনে বক্রতা বা শয়তানি আছে তারাই ফেতনা (ভুল বোঝাবুঝি) ছড়ানো এবং প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। অথচ মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না। এখান থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য

মানুষ তাদের বিবেক বুদ্ধি বা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে কখনও বুঝতে পারবে না এবং তা বোঝার চেষ্টা করাও নিষেধ। আল-কুরআনে মুতাশাবিহাত আয়াতের সংখ্যা বেশি নয়। এই সব আয়াতে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন, বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু সূরার শুরুতে কয়েকটি অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে, সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন- الم، ص، يس ইত্যাদি।

আল্লাহ্ এখানে পুরো কুরআনকে দু'ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধির সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাই কুরআনের অপরভাগের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধির সম্পর্ক কী হবে, তা বোঝাও মোটেই কঠিন নয়, যদি কেউ বুঝতে চায়।

একটি উদাহরণ বুঝে নিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। কোন ব্যক্তির সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দুটি খাবার উপস্থিত করে যদি বলা হয় 'ক' নামের খাবারটি খাওয়া যাবে, তবে খাবার দুটি খাওয়ার ব্যাপারে তাকে যে তথ্যগুলো দেয়া হল তা হচ্ছে-

⑧ 'ক' নামের খাবারটি প্রত্যক্ষভাবে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হল।

⑧ 'খ' নামের খাবারটি খেতে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা হল।

উদাহরণটি সামনে রাখলে আয়াতে কারীমা হতে কুরআনের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধির সম্পর্কের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো নিঃসন্দেহে বোঝা যায়-

ক. আল্লাহ্ তথা কুরআন প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ কখনও বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ তা মানুষের বিবেক গ্রাহ্য নয় বা বিবেক-বুদ্ধির বাইরে।

খ. মুতাশাবিহাত আয়াতের বিষয়সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা নিষেধ তথা গুনাহের কাজ- এটিও কুরআন প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

গ. কুরআন পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে মুহকামাত আয়াতের বিষয়সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ তা বিবেক-বুদ্ধির বিরুদ্ধ বা বাইরে নয়।

ঘ. মুহকামাত আয়াতের বিষয়সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝা বা বের করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে কুরআন পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

২. রাসূল (সা.)-এর মুজেযাসমূহ

রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে কিছু মুজেযা দেখিয়েছেন। এই মুজেযার বিষয়গুলো মানুষের পক্ষে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। এই বিষয়গুলোও অতীন্দ্রিয় বিষয়।

খ. আপেক্ষিক বা সাময়িকভাবে বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ বিষয়সমূহ

আল-কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই সেখানে কিছু বিষয় আছে যা মানবসভ্যতার জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের বুঝে আসবে না। এ বিষয়গুলোকে আপেক্ষিক বা সাময়িক বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ বিষয় বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

i. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূল (সা.)-এর মেরাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত এবং রফরফ নামক আরো দ্রুতগতিসম্পন্ন রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

ii. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে, তা মানুষকে কেয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recoding)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তাঁর রেকডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটাই শেষ বিচারের দিন প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিচার করা হবে।

iii. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধি স্তর (Development Steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেননি, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে

ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryylogical Development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

iv) কোরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন, তরবারির, বন্দুক বা কামানের শক্তি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি।

❑❑ উপরের তথ্যগুলো জানার পর দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবনবিধানে বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ বা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না এমন কথা নেই।

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির উৎস, পৌঁছার মাধ্যম ও নির্ভুলতার তুলনামূলক আলোচনা

চলুন, এবার আল্-কুরআন, আল্-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের উৎস, তা পৌঁছার মাধ্যম ও তার নির্ভুলতার তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যাক।

আল্-কুরআন

উৎস: মহান আল্লাহ্

পৌঁছার মাধ্যম:

আল্লাহ → লোহ মাহ্ফুজের কুরআন → জিব্রাইল (আ.) → রাসূল (সা.) → পৃথিবীর আল-কুরআন → সাধরাণ মানুষ।

নির্ভুলতা:

আল-কুরআনের শব্দগুলো ঠিক করেছেন মহান আল্লাহ্। জিব্রাইল (আ.) ঐ শব্দগুলো হুবহু অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উপস্থাপন করে রাসূল (সা.) কে জানিয়েছেন। রাসূল (সা.) ঐ শব্দগুলো হুবহু মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে শব্দগুলো বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুবহু তা লিখে ও মুখস্থ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে মহান আল্লাহ কুরআনকে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করবেন সে ঘোষণাও দিয়েছেন। তাই আল-কুরআনের তথ্যসমূহের নির্ভুলতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সুন্নাহ:

উৎস: মহান আল্লাহ।

পৌঁছার মাধ্যম:

আল্লাহ্ → রাসূল (সা.)-এর অন্তর → রাসূল (সা.)-এর মুখের ভাষা, কর্ম ও অনুমোদন → সাহাবী → তাবেয়ীন → তাবে তাবেয়ীন → তাবে তাবে তাবেয়ীন → হাদীস গ্রন্থ → সাধারণ মানুষ।

নির্ভুলতাঃ

আল-কুরআনে হাদীস শব্দটি বক্তব্য, বাণী, খবর, সংবাদ, স্বপ্ন, ঘটনা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে হাদীস শব্দটি যখন কারো বক্তব্য বা বাণী বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে তখন সেখানে ঐ বক্তব্য বা বাণীর হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উপস্থাপিত তথা নির্ভুল রূপকে বোঝানো হয়েছে।

হাদীস শাস্ত্রে 'হাদীস' শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে এবং সে ঐ শব্দটি দ্বারা রাসূল (সা.) এর পরের চার স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবেতাবেয়ী, তাবে তাবে তাবেয়ী) ঈমানের দাবীদার ব্যক্তিদের রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝকে স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করা রূপকে বোঝানো হয়েছে। ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি মুনাফিকও হতে পারেন। আবার একটি কথা, বক্তব্য বা সমর্থন সঠিকভাবে বুঝতে বা উপস্থাপন করতে কারো কারো ভুলও হতে পারে। সংজ্ঞার এই দুর্বলতার কারণে মুসলিম সমাজে রাসূল (সা.) এর বলা, করা বা সমর্থন নয় এমন অসংখ্য কথা 'হাদীস' হিসেবে চালু হয়ে যায়। মুহাদ্দিসগণ এটি বুঝতে পারায় ৩০০ (তিনশত) হিজরির দিকে হাদীস যাচাই-বাছাই করার জন্যে আমাউর রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত) ও হাদীস সমালোচনা বিদ্যা রচনা এবং হাদীস সংকলন প্রকৃতভাবে শুরু করেন। মনীষীগণ যে সকল হাদীসের সনদ (বর্ণনা ধারা) ত্রুটি-মুক্ত তার নাম দেন সহী হাদীস। অর্থাৎ 'সহীহ হাদীস' বলতে মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল হওয়া হাদীস বোঝান হয়নি। তাই তো সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়টির নির্ভুলতার ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্যে মুহাদ্দিসগণ 'সহীহ হাদীস' আবার ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেছেন যথা- মুতাওয়াতির, মশহুর, আজিজ ও গরীব। মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী বা প্রায় ১০০%। মশহুর সহীহ হাদীস নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম। 'আজীজ সহীহ' হাদীসের নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর হাদীসের চেয়ে কম। আর 'গরীব সহীহ হাদীসের নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আজীজ সহীহ হাদীসের চেয়েও কম। এছাড়া প্রতিটি সহীহ হাদীসে রাসূল (সা.) ও গ্রন্থাকারের মধ্যে ৫-৭ জন রাবী (বর্ণনাকারী) আছে। তাই সহীহ হাদীসের বক্তব্য কুরআনের ন্যায় নির্ভুল নয়। অর্থাৎ সহীহ হাদীসের বক্তব্যও চূড়ান্তভাবে

গ্রহণ করার আগে কুরআন দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। কোন হাদীসের বক্তব্য কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত হলে তা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?' নামক বইটিতে।

বিবেক-বুদ্ধি

উৎসঃ মহান আল্লাহ্।

পৌঁছার মাধ্যমঃ

আল্লাহ্→মানুষের অন্তর

নির্ভুলতাঃ

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি একই উৎস তথা মহান আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল বেশী এবং গরমিল কম থাকে। অন্যদিকে বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিবেক যে শিক্ষা ও পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায় তা রাসূল (সা.) নিম্নের হাদীসগুলোর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন-

১. রাসূল (সা.) বলেছেন, যে শিশুই মায়ের গর্ভ হতে পয়দা হয়, সে প্রকৃত মানবপ্রকৃতির ভিত্তিতে পয়দা হয়। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা ঈসায়ী বা মজুসী বানিয়ে দেয়। এটা এমনই ব্যাপার যেমন প্রত্যেক জন্তুর পেট হতে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ বাচ্চার জন্ম হয়। কোন বাচ্চা কান কাটা নিয়ে আসে না। পরবর্তীকালে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলিয়াতের ভিত্তিহীন ধারণা ও কুসংস্কারের দরুন তার কান কেটে দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

২. এক যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের বালক-বালিকাদেরও হত্যা করে ফেলল। রাসূল (সা.) এ খবর পেয়ে খুব দুঃখিত হলেন এবং বললেন, লোকদের কী হল? তারা সীমালঙ্ঘন করল কেন? তারা বালক-বালিকাদের পর্যন্ত হত্যা করে ফেলল? এক ব্যক্তি বলল, এরা কি মুশরিকদরে সন্তান ছিল না? রাসূল (সা.) তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা ভাল লোক তারাতো সকলেই মুশরিকদের সন্তান। পরে তিনি বললেন, সকল মানবসন্ত ানই প্রকৃতির উপর জন্মলাভ করে। তাদের মুখ যখন খুলতে শুরু করে, তখন পিতা-মাতাই তাদের ইয়াহুদী বা নাছারা বানিয়ে দেয়। (মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী)

৩. রাসূল (সা.) বলেন, 'আমার রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানিফ (সঠিক প্রকৃতির উপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তার পর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের উপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে, যা আমি তাদের উপর হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সঙ্গে শরীক করার জন্যে তাদের হুকুম দিয়েছে অথচ আমার সাথে তাদের শরীক করার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ দাখিল করিনি। (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম)

④④ হাদীস খানি হতে সহজেই বোঝা যায় প্রত্যেক মানবশিশু ইসলামিক প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি তাকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক মানবশিশু ইসলামিক বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরে পরিবেশ ও শিক্ষা তার সেই ইসলামিক বিবেককে পরিবর্তন করে দেয়। তথা অনৈসলামিক পরিবেশ ও শিক্ষা তার ইসলামিক বিবেককে অবদমিত করে দেয়। আর ইসলামিক পরিবেশ ও শিক্ষা তার বিবেককে উৎকর্ষিত করে।

তাই বিবেকের রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা যাচাই করে নিতে হবে।

বিবেক-বুদ্ধির গুণসমূহ

১. বিবেক সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
২. বিবেকের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছান সহজ,
৩. বিবেকের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় খুবই কম লাগে,
৪. নিজ বিবেক ব্যবহার করতে অর্থখরচ হয় না,
৫. বিবেকের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয় তথা কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়।

বিপরীত পরিবেশ বা শিক্ষায় বিবেক-বুদ্ধির অবদমিত বা পরিবর্তিত হওয়ার মাত্রা

বিপরীত পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে বিবেক অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। সঠিক পরিবেশ ও শিক্ষা পেলে তা আবার জেগে ওঠে। এর প্রমাণ হল-

১. পৃথিবীতে মুসলিম থেকে অমুসলিম হয় না বললেই চলে। যা হয় তাও মিথ্যা তথ্য বা আর্থিক লোভ-লালসায় ধোঁকায় পড়ে হয়। কিন্তু অমুসলিম থেকে

মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অসংখ্য। কারণ সঠিক পরিবেশ ও তথ্য পেয়ে অমুসলিমদের সুপ্ত বা অবদমিত ইসলামী বিবেক জেগে ওঠে, তাই তারা মুসলিম হয়ে যায়।

২. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন পরকালে কাফির ব্যক্তিরা দোযখের পাহারাদারদের প্রশ্নের উত্তরে বলবে, তারা যদি কুরআন হাদীসের বক্তব্য থেকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করত তবে তাদের দোযখে আসতে হত না। কারণ তারা বুঝতে পারত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেকসম্মত। ফলে তারা তা মেনে নিতে এবং তার উপর আমল করতে পারত। আর এর ফল স্বরূপ তাদের দোযখে আসতে হত না।

এখান থেকে বোঝা যায় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পরও যতটুকু ইসলামিক বিবেক মানুষের মধ্যে উপস্থিত থাকে তাকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ঐ বিবেকের রায়ও কুরআন ও হাদীসের অনেক রায়ের সাথে সংগতিশীল।

ইসলামিক পরিবেশ ও শিক্ষার বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষিত হওয়ার মাত্রা

একটি শিশু ইসলামিক পরিবেশ ও শিক্ষার মধ্যে বড় হতে থাকলে তার আল্লাহর প্রদত্ত বিবেক উৎকর্ষিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তা কুরআন ও সুন্নাহের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু সমান হয় না। অর্থাৎ ঐ বিবেকের প্রায় সব রায়ই কুরআন সুন্নাহের সাথে মিলে যায়।

বিবেক-বুদ্ধিকে আল্-কুরআন ও হাদীসে অপরিসীম গুরুত্ব দেয়ার কারণসমূহ

এবার চলুন দেখা যাক, কেন আল-কুরআন ও আল-হাদীস বিবেক-বুদ্ধিকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে বিবেক-বুদ্ধিকে কুরআন ও হাদীসের দেয়া গুরুত্ব বা মর্যাদা দিলে ইসলামের যে মহাকল্যাণ হবে তা জানতে পারলে। সে মহাকল্যাণগুলো হচ্ছে–

১. আল্লাহর দেয়া কোটি কোটি ইসলামের প্রহরী (Guard) সকল সময় উপস্থিত থাকা।

বিশ্বে যতজন মুসলমান থাকবে (আদমশুমারী অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি) ততজন আল্লাহর দেয়া প্রহরী (Guard) অর্থাৎ 'বিবেক' সব সময়

উপস্থিত থাকবে। বিবেক-বুদ্ধির বাইরের কোন কথাকে কুরআন ও হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই না করে ইসলামে অনুপ্রবেশ করতে এবং বিবেক-সিদ্ধ কোন কথাকে কুরআন ও হাদীস দ্বারা যাচাই না করে ইসলাম থেকে বের হতে, তারা বাধা দিবে। সে বিবেক-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ কথাটি যার মুখ দিয়েই বের হোক না কেন বা যার উদ্ধৃতি দিয়েই তা বলা হোক না কেন।

বিবেক-বুদ্ধির এই কল্যাণ বা উপকারিতাটিকে মুসলমান জাতি যদি যথাযথভাবে কাজে লাগাত, তবে তাদের মধ্যে বর্তমানে যে অসংখ্য ও অত্যন্ত ক্ষতিকর ইসলাম-বিরুদ্ধ কথা (পরে আসছে), ঢুকে পড়েছে তা কোন মতেই ঢুকতে পারত না। বিবেক-বুদ্ধির এই উপকার বা কল্যাণটিকে কাজে লাগানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথ স্থান দেয়া। ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্যে মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষকে তিনটি মাধ্যম দিয়েছেন। মাধ্যম তিনটি হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও বিবেক। যে কোন তত্ত্ব বা তথ্য ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য কিনা তা যাচাইয়ের জন্যে এই তিনটি মাধ্যমের প্রত্যেকটিকেই যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ কোনটিকেই অবহেলা করা যাবে না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ প্রদত্ত এ তিনটি মাধ্যমের কোন একটিকে অবহেলা করলেই ইসলাম-বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলমান সমাজে ঢুকে পড়বে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমানে মুসলমান সমাজে যে অসংখ্য ইসলাম-বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা হিসেবে ঢুকে পড়েছে, তার প্রধান একটি কারণ হচ্ছে-কোন তত্ত্ব বা তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের নীতিমালায় কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেককে যথাযথ স্থান না দেয়া। তাই ঐ তিনটি মাধ্যমকে ব্যবহার করার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ-সমর্থিত নীতিমালাটি প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই জানান দরকার। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে।

২. ইসলামের বক্তব্য মানা ও অনুসরণ সহজ হওয়া

কোন তথ্য বিবেক-বুদ্ধিগ্রাহ্য হলে -

- ❑ তা মানা বা গ্রহণ করা সহজ হয়,
- ❑ মনের প্রশান্তি নিয়ে তা অনুসরণ করা যায়,

- ❑ তার উপর অটল থাকা যায়।

কোন কথা যদি বিবেকের বাইরে বা বিরুদ্ধ হয়, তবে তা কোন কারণে মানুষ গ্রহণ করলেও তার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল থাকে। তাই তো মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনের মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানোকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, কয়েকটি অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় ব্যতীত ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেকের বাইরের কথা নেই-এ কথা কুরআনেই ঘোষণা দিয়েছে। আজ যে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করা অসংখ্য মানুষ অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে বা হচ্ছে, তার একটি প্রধান কারণ হল ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় যে অন্য সকল জীবনব্যবস্থার তুলনায় মানবতার জন্যে অনেক অনেক বেশি কল্যাণকর, তা বিবেকসম্মত বা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাদের নিকট উপস্থাপন করতে না পারা বা না করা। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করার দরুন তারা ইসলামে বিশ্বাস করলেও, বিবেক-সম্মত বা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাদেরকে ইসলাম না বোঝানোর জন্যে তাদের বিশ্বাস দুর্বল থেকে গেছে। ফলে কেউ যখন তার নিকট কোন মতবাদ আপত যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর হিসেবে উপস্থাপন করেছে, তখন সে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাছাড়া যে সকল চরম বিবেক-বিরুদ্ধ ও ইসলাম-বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে, তাতে ইসলামের প্রতি বিবেকবান মানুষের বিশ্বাস দুর্বল করে দেয়ারই কথা। মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বাড়ছে, ততই কুরআন তথা ইসলামের বিষয়সমূহ যে বাস্তব তথা বিবেক ও বিজ্ঞানসম্মত, তা প্রমাণিত হচ্ছে। তাই জ্ঞানের অভাবের জন্যে কুরআন তথা ইসলামের যে বিষয়সমূহ পূর্বে যুক্তি, বাস্তব বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি, সভ্যতার নতুন জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তাকে যুক্তি, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত করে নতুনভাবে উপস্থাপন করা সকল চিন্তাশীল ও দরদী মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। আর এ প্রচেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখতে হবে যদি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ছেলে-মেয়েদের অন্য মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া প্রতিরোধ করতে হয় বা অন্য মতবাদের মানুষকে ইসলামে আকৃষ্ট করতে হয়। এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য ও মুসলমান জাতির বর্তমান অবস্থার বর্ণনা পরে আসছে।

৩. গবেষণার (Research) সঠিক বিষয় (Subject) খুঁজে পাওয়া

আল-কুরআনের বেশ কয়েক জায়গায় আল্লাহ্ কুরআন তথা ইসলামের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলেছেন। এর তিনটি জায়গার বক্তব্য নিম্নরূপ—

ক. كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ

অর্থ: (হে মুহাম্মদ,) এই কিতাব (আল-কুরআন) আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, এটি একটি বরকতময় কিতাব; মানুষেরা যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। (ছোয়াদ:২৯)

খ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে। (মুহাম্মাদ:২৪)

গ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ: এভাবে আল্লাহ্ (তাঁর নির্দেশসমূহ) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বলে দেন যাতে তোমরা তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে পার। (বাকারা:২১৯)

ব্যাখ্যা: আয়াত তিনটি থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ্ কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। আর সেই চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে এবং কোন বিশেষ কালকেও নির্দিষ্ট করে দেননি। অর্থাৎ এই চিন্তা-গবেষণা করতে হবে সকল ব্যক্তিকে অনন্তকাল (কিয়ামত) পর্যন্ত।

মানবসভ্যতার কল্যাণ, উন্নতি বা প্রগতির জন্যে গবেষণা চালু রাখার প্রয়োজন দু'কারণে-

ক. গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতি করা।

খ. নানা কারণে যে সকল ভুল কথা মানবসমাজে চালু আছে এবং যার দ্বারা মানবসভ্যতার ক্ষতি হচ্ছে, সেগুলো সনাক্ত করা এবং গবেষণার দ্বারা সে বিষয়ের সঠিক কথাটি বের করা। আর এর মাধ্যমে ঐ কথাগুলোকে উৎখাত করে মানবসভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতি করা।

তবে যে কোন গবেষণার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সঠিক বিষয় নির্বাচন করা। কারণ বিষয়টি যদি সঠিক না হয়, তবে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর গবেষণা করে ফলাফল হবে শূন্য। দয়াময় আল্লাহ্ মানবজাতির এই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন মানুষকে বিবেক দিয়ে এবং আল-কুরআনে বিভিন্ন ধরনের (Different

Types) তথ্য উল্লেখ করে রেখে। বিবেক-বুদ্ধি এবং কুরআনের আলোকে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করা বা গবেষণার বিষয় খুঁজে পাওয়ার সেই পদ্ধতিসমূহ হচ্ছে-

ক. কুরআনে যে সকল অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় উল্লেখ আছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণার কোন দরকার নেই। কারণ সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ গবেষণা করে কখনই উদঘাটন করতে পারবে না বরং তাতে ভুল বিষয় উদঘাটিত হবে এবং মানবজাতির অকল্যাণ হবে।

খ. যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় আল-কুরআনে অস্পষ্ট বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লেখিত আছে, সেগুলো হবে গবেষণার বিষয়। আর ওই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার জন্যে আল্লাহ কুরআনে বারবার বলেছেন। কারণ ঐ গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টি সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আবিস্কৃত হবে এবং তাতে মানবসভ্যতার কল্যাণ হবে। আর ঐ বিষয়গুলো যেমন হতে পারে বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি তেমনই তা হতে পারে ধর্মীয় বিষয়।

গ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল বিবেক-বিরুদ্ধ কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলমান সমাজে চালু আছে, সে সকল কথাও হবে গবেষণার বিষয়। কারণ, পূর্বোল্লেখিত সূরা আলে-ইমরানের ঐ ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনে তথা ইসলামের এমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) কথা নেই যা চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে থাকবে। তাই ঐ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলামের সঠিক তথ্যটি একদিন না একদিন উদঘাটিত হবে এবং তাতে মুসলমানদের কল্যাণ হবে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার ব্যাপারে বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের অবস্থা

ক. জাগতিক বিষয়—

জাগতিক বিষয় যেমন বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (Reseaarch) করতে বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ কম থাকলেও দ্বিমত নেই। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিপুল

উৎসাহ ছিল এবং বাস্তবে তারা সকল জাগতিক বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করত। আর এর ফলস্বরূপ সে সময়ে মুসলমানরা সকল জাগতিক বিষয়ে অন্য সকল জাতির চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে ছিল বা উন্নত ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানরা জাগতিক বিষয় নিয়েও গবেষণা করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আর তাই আজ তারা জাগতিক বিষয়ে পৃথিবীতে অন্য সকল জাতির চেয়ে অনেক অনেক পিছিয়ে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিভিন্ন জাগতিক বিষয়ে কুরআনে যে ইঙ্গিতগুলো আছে, ঐ ইঙ্গিতগুলোকে মূল ধরে মুসলমানরা যদি চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে যেত, তাহলে সকল জাগতিক বিষয়ে বর্তমানে তারা পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে উন্নত থাকত। আর তা হলে বর্তমানে সকল দিক দিয়ে অন্য জাতির দ্বারা তাদের অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত হতে হত না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'ইসলামে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

খ. ধর্মীয় বিষয়–

ধর্মীয় বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিয়ে বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আলেমদের মধ্যে বিশেষভাবে অনীহা আছে। বিশেষ করে যে সকল বিষয়ে পূর্ববর্তী মনীষীদের সিদ্ধান্ত দেয়া আছে, সে সকল বিষয় নিয়ে নতুন করে চিন্তা-গবেষণা করার তারা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। মহান আল্লাহ্ জানতেন, তথ্যের অভাবের দরুন অথবা মানুষের উপস্থিত জ্ঞান-বুদ্ধি বা বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়, আল-কুরআন বা আল্-হাদীসের এমন বক্তব্যগুলো সম্বন্ধে পূর্বের মনীষীদের দেয়া সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে ইসলামের জন্যে মহাক্ষতিকর ঐ রকম ধারণা মুসলমানদের মধ্যে চালু হতে পারে। তাই তিনি এর মূলোৎপাটন করেছেন আল্-কুরআনের নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। ঐ বক্তব্যের ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর দেয়া ব্যাখ্যাও সাথে সাথে উল্লেখ করা হল–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

অর্থ: তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের রব বানিয়ে নিয়েছে।

(তওবা:৩১)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ্ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণটি হচ্ছে, তারা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ রবকে অনুসরণের ব্যাপারে যে ধরনের আচরণ করা উচিত, তারা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অনুসরণের ব্যাপারে সেই ধরনের আচরণ করত।

হাদীস শরীফে (মুসনাদে আহমদ) উল্লেখ আছে, আদী বিন হাতিম (রা.) খ্রিষ্টান ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, এই আয়াতে নিজেদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'রব' বানিয়ে নেয়ার যে দোষারোপ খ্রিষ্টানদের প্রতি করা হয়েছে তার প্রকৃত তাৎপর্য কী?

উত্তরে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, 'এটা কি সত্য নয় যে, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা যে জিনিসকেই হারাম বলত তোমরা সেটিকেই হারাম মনে করতে? আর যা কিছু তারা হালাল বলে ঘোষণা করত, তাকেই তোমরা হালাল বলে মেনে নিতে? হযরত আদী (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ, এরূপ অবশ্যই আমরা করতাম।' ... ... তারপর রাসূল (সা.) বললেন, 'এটা করলেই তো তাদের রব বানিয়ে নেয়া হল। রব বানানো বলতে আয়াতটিতে এটাই বোঝানো হয়েছে।'

আয়াতটির ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর দেয়া ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'রব' হিসেবে মেনে নেয়া কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা বুঝিয়েছেন, পূর্ববর্তী বা বর্তমান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'সকল' কথা, সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাকে (বিশেষ করে তা যদি বর্তমান জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ হয়) নির্ভুল বা চির সত্য হিসেবে মেনে নেয়াকে। কারণ তথ্যের অভাব ও মানবীয় স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের কিছু কিছু বক্তব্য, সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা সঠিক নাও হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ তাই এখানে মুসলমানদের জানিয়ে দিয়েছেন, পূর্ববর্তী বা বর্তমান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সকল বক্তব্য, সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যাকে (বিশেষ করে যেগুলো বর্তমান জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধির স্পষ্ট বিরুদ্ধ) নির্ভুল বা চিরসত্য বলে মেনে নাও এবং তার উপর আমল আরম্ভ কর বা আমল চালিয়ে যেতে থাক, তবে তোমাদেরও ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ন্যায় অধঃপতন হওয়া অনিবার্য।

ইসলাম সম্বন্ধে অন্যের বলা বা লিখা সকল কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া তথা অন্ধ অনুসরণের গুনাহ্

ক. নিজের অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণের গুনাহ্

নিজের অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করলে, আল্লাহ্ ইসলাম জানা বা বোঝার জন্যে সকল মানুষকে যে অপূর্ব নেয়ামতটি দিয়েছেন তা অস্বীকার করা হবে। সে নেয়ামতটি হল বিবেক বা বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি। তাই এতে নেয়ামত অস্বীকার করার তথা কুফরীর গুনাহ হবে। পৃথিবীর বিবেকবান

সকল মানুষই ইসলামের অনেক বিষয় জানে। কারণ সাধারণ নৈতিকতার সকল কথাই ইসলামের কথা। শুধুমাত্র পাগল ব্যক্তিই ইসলামের কোনকিছু জানে না।

খ. অন্যকে নির্ভুল মনে করে অন্ধ অনুসরণের গুনাহ্

নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ (সিফাত)। নবী-রাসূলগণ নির্ভুল এজন্যে যে আল্লাহ্ তাঁদের ভুলের উপর থাকতে দেন নি। তাই নবী রাসূল বাদে অন্য কারো কথা অন্ধভাবে অর্থাৎ বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহর গুণের সাথে শরীক করা হবে। অর্থাৎ এতে শিরকের গুনাহ্ হবে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের সকল সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা সঠিক না হওয়ার দুটি প্রধান কারণ হল-

১. মানব সভ্যতার তৎকালীন জ্ঞানের দুর্বলতা

মানব সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা থাকার কারণে পূর্ববর্তী মনীষীদের কুরআন ও সুন্নাহের সকল তথ্য সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব ছিল না। তাই ঐ সকল তথ্যের আলোকে তাদের দেয়া সকল সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। একথাই আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

আল-কুরআন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: বল যে জানে আর যে জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে? (যুমার : ৯)

ব্যাখ্যা: আল-কুরআনের অনেক জায়গায় এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনও সমান হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ এ সকল আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে সভ্যতার জ্ঞান বেশী আর যে সভ্যতার জ্ঞান কম তার সদস্যরা কুরআন ও সুন্নাহ বোঝাসহ কোন দিক দিয়েই সমান হতে পারে না। অর্থাৎ যে সভ্যতার জ্ঞান যত বেশী তার সদ্যসারা (অন্তত কিছু বিয়য়ে) ততো বেশী কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে পারবে।

মানব সভ্যতার জ্ঞান যত দিন যাচ্ছে ততো বাড়ছে। তাই এ সকল আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায় পূর্ববর্তী যুগের মানুষের তুলনায় বর্তমান যুগের যোগ্য মানুষেরা অন্তত কিছু বিয়য়ে কুরআন ও সুন্নাহ বেশী বুঝবে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। তেমনই পরবর্তী যুগের যোগ্য মানুষেরা বর্তমান যুগের যোগ্য মানুষের তুলনায় অন্তত কিছু কুরআন ও সুন্নাহ বেশী বুঝবে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। এ কথাগুলোই রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নের কয়েকটি হাদীসের মাধ্যমে।

তথ্য-ক

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ ... ...

অর্থ: যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করার পর তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন তত্ত্বকথা অন্যের নিকট পৌঁছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌঁছানো হয়, সে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী হতে পারে। যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী ধারণ করে ও পৌঁছায়, সে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে দক্ষ হয় না। (তিরমিযী, বায়হাকী,ইবনে হাব্বান,তারগীব-তারহীব)

তথ্য-খ

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ: হযরত আবু বাকরা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) কুরবানির দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন, ... অতঃপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতদের যেন এটা পৌঁছে দেয়, কেননা পরে পৌঁছান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আসল শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

তথ্য-গ

عَنِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

অর্থ: ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর যা

শ্রবণ করে অবিকৃতভাবে তাই প্রচার করে। কেননা যার নিকট প্রচার করা হয় সে অনেক সময় মূল শ্রোতার চেয়ে অধিক উপলব্ধি ও রক্ষাকারী হতে পারে।
(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান)

২. হাদীস প্রাপ্তির সুযোগহীনতা

হাদীস সংকলনের অভাব এবং প্রচারমাধ্যম ও যাতায়াত ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্যে পূর্ববর্তী মনীষীদের পক্ষে রাসূল (সা.)-এর সকল হাদীস পাওয়া বা জানা অসম্ভব ছিল। বর্তমানে আমরা ঘরে বসে বিভিন্ন সংকলিত হাদীস গ্রন্থ থেকে বা কম্পিউটার ডিস্কের (ঈড়সঢ়ঁঃবৎ উরংশ) মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর সকল হাদীস অতি সহজে পেয়ে যাই। পূর্ববর্তী মনীষীরাও তাঁদের এই অসুবিধার কথা জানতেন। তাই চার ইমামের প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে গিয়েছেন, 'আমার দেয়া সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে আমার সিদ্ধান্তটি দেয়ালের অপর পার্শ্বে ছুঁড়ে ফেলে দিবে।' অদূর ভবিষ্যতে যখন রাসূলের (সা.) কথাকে মহাকাশ থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি শুনা ও জানা যাবে বলে মনে হয়। তখন সুন্নাহ জানা আরো সহজ হয়ে যাবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে 'অন্যের অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?' নামক বইটিতে।

বিবেক-বিরুদ্ধ কিছু কথা ও আমল যা মুসলমান সমাজে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং যা ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ অসংখ্য কথা মুসলমান সমাজে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। চলুন, এখন সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা যাক ঐ ধরনের কিছু কথা, যা মুসলমান সমাজে অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে এবং প্রায় সকল মুসলমান তা মেনে নিয়েছে এবং তার উপর আমলও করছে। কথাগুলো ইসলামের মৌলিক কথা। আর সহজেই বোঝা যায় তা মুসলমানদের অপরিসীম ক্ষতি করেছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে-

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অন্য অনেক আমল যেমন নামাজ, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির তুলনায় কম বা সমান এবং তা সকলের জন্যে ফরজ নয়

এ কথাটি সত্য বলে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। আর তাই তো দেখা যায়, যে সকল মুসলমান নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ, যাকাত, রোজা ইত্যাদি পালন করছে, তাদেরও অধিকাংশের কুরআনের জ্ঞান নেই।

কোন কাজ করে সফল হতে হলে প্রথমে সে কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল, বিশেষ করে মৌলিক বিষয়গুলো, নির্ভুল উৎস বা সর্বাধিক নির্ভুল উৎস হতে জানতে হবে এবং ঐ কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এটিই যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা একটি অতি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা।

ইসলামের উদ্দেশ্য ও পাথেয়বিভাগের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের একমাত্র নির্ভুল উৎস হল আল-কুরআন। তাই একজন মুসলমান, যে ইসলাম অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায়, তার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা আমল হবে পুরো কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। এটি একটি অতি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা।

তাই ইসলামের অন্য কোন আমল কুরআনের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া), এ কথাটি একটি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। আর যে কুরআন ও সুন্নাহ বিবেককে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে, সে কুরআন ও সুন্নাহে এমন একটি কথা না থাকারই কথা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ কোনটি আর শয়তানের ১ নং কাজ কোনটি' নামক বইটিতে।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী

এ কথাটিও মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং এর প্রভাবে অগণিত মুসলমান বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে, না বুঝে কুরআন পড়ে বা খতম দিয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা কুরআন পড়া সত্ত্বেও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। তাই শয়তান ইসলামের কথা বলে অনেক অনৈসলামিক কথা সহজেই তাদের গ্রহণ করাতে ও আমল করাতে সফল হয়েছে এবং হচ্ছে।

সওয়াব অর্থ লাভ। দশ নেকী অর্থ দশ গুণ লাভ। কোন গ্রন্থ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে দশ গুণ লাভ হয় এটি একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। তাই এমন একটি কথাও ইসলামের না থাকারই কথা।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?' নামক বইটিতে।

৩. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না

এ কথাটিও মুসলমানরা ব্যাপকভাবে জানে ও মানে। একজন মানুষের জাগ্রত অবস্থার বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি একজন মুসলমানের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এ কথাটি মুসলমানদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতি করছে।

কোন গ্রন্থ পড়ার কাজটি তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায় একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। তাই এ কথাটিও ইসলামে না থাকার কথা। এ বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি সম্মত কথাটি হবে, ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে, তা স্পর্শ করাও যাবে। আর যদি ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না যায় তবে তা পড়াও যাবে না।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী অজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না' নামক বইয়ে।

৪. আনুষ্ঠানিক কাজের শুধু অনুষ্ঠান করলেই কল্যাণ তথা সওয়াব পাওয়া যায়

পৃথিবীতে মানুষের তৈরি আনুষ্ঠানিক কাজের কয়েকটি হচ্ছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির শিক্ষা। এ অনুষ্ঠানিক কাজগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়, ঐ কাজগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে।

আর অনুষ্ঠানগুলো করে তা থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলেই শুধু আনুষ্ঠানিক কাজটির অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি করে লাভ হয়। যে কোন আনুষ্ঠানিক কাজের ব্যাপারে এ কথাগুলো যে সঠিক বা বিবেক-সিদ্ধ তা সহজেই বোঝা যায়।

মহান আল্লাহ্ ঈমান আনা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নামের কিছু আনুষ্ঠানিক আমল তথা কাজ প্রণয়ন করে তা মানুষকে করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আমলগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান আল্লাহ্ প্রণয়ন করেছেন কিছু না কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। এ আমলগুলোরও প্রতিটি অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রথমে তা থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে এবং তারপর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে যদি ঐ আনুষ্ঠানিক

আমলগুলোর উদ্দেশ্য সাধন করতে বা হতে হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আমলগুলো পালন করে লাভ বা সওয়াব পেতে হয়। এটিও একটি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা।

কিন্তু বর্তমানে প্রায় সব মুসলমান জানে ও মানে যে, ঐ কাজগুলোর শুধু অনুষ্ঠানটি করলেই সওয়াব বা কল্যাণ হবে। সাধারণ জ্ঞান বলে ঐ কাজগুলো সম্বন্ধে তাদের বর্তমান ধারণা ও বাস্তব অনুসরণের ধরন ১০০% বিবেক-বুদ্ধি বিরুদ্ধ। তাই তাদের ঐ ধারণা ও অনুসরণ ইসলামসম্মত না হওয়ারই কথা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' এবং 'কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ' নামক বই দুটিতে।

৫. কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয় বাদ দিলেও সে কাজটি ব্যর্থ হয় না

যে কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও বাদ দিলে ঐ কাজে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যায়, ফলে ঐ কাজটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এটি একটি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা। তাই ইসলামী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও (ইচ্ছকৃতভাবে) বাদ গেলে পুরো ইসলামী জীবন ব্যর্থ হবে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে, এটিও একটি সাধারণ বিবেকসম্মত কথা। অথচ নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অনেকেই ধারণা করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করছেন যে, ইসলামের কিছু কিছু মৌলিক কাজ করলেই তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যাবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা ও বোঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

৬. ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয় বরং উপাসনামূলক ইবাদতগুলোর অনুষ্ঠানগুলো করাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

যে মহান আল্লাহ্ নিজেকে রহিম (رحيم) অর্থাৎ মানুষের জন্যে পরম দয়ালু ও করুণাময় হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেই আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে তাঁর সৃষ্টি করা মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সন্ত্রাস, অর্ধাহার, অনাহার, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব, চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অবস্থায় পড়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে কিনা তথা ব্যাপক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে কিনা সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অথবা মানুষ

ঐ অবস্থাসমূহে পড়ে থাকলে তা থেকে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোন ভূমিকা না রেখে শুধু নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদতগুলোর অনুষ্ঠান করা, এটি মানা ও সে অনুযায়ী আমল করা একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ বিষয়। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) নিষ্ঠাবান মুসলমান, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ রকম ধারণা পোষণ করেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করেন। অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীস ব্যবহারের ফর্মুলা

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের একটি ফরমুলা মহান আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন। ফরমুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। ফরমুলাটির চিত্ররূপ পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

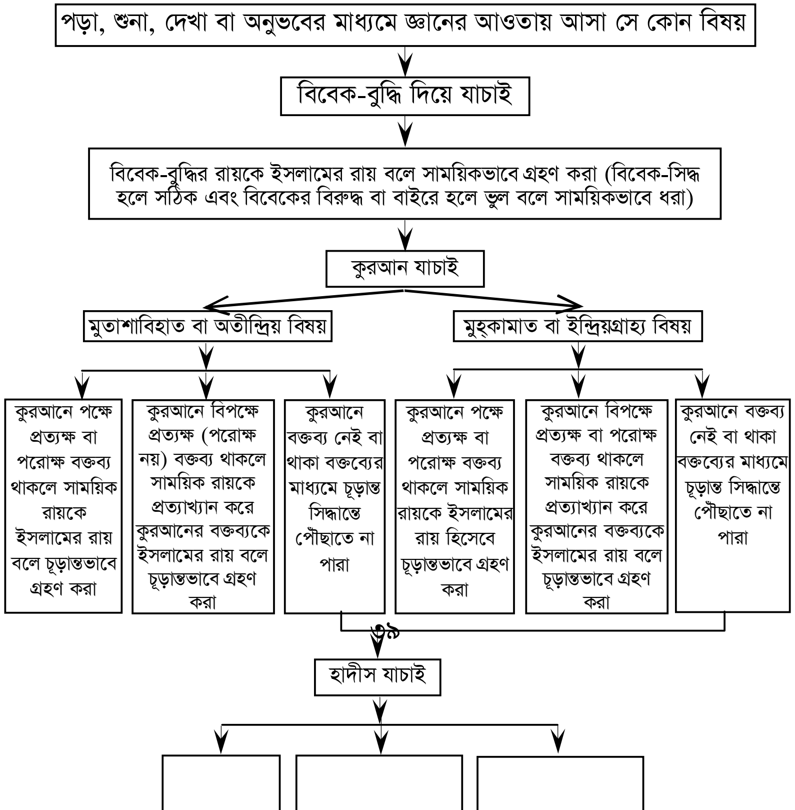

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, উপরোল্লেখ আলোচনাকৃত তথ্যগুলো জানার পর আশা করি, সবাই বুঝতে পেরেছেন মহান আল্লাহ্ বিবেক-বুদ্ধিকে কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কেন তা দিয়েছেন। আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের সবাইকে সাহায্য করেন বিবেক-বুদ্ধিকে তাঁর বলে দেয়া গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে স্থান দিতে এবং প্রচলিত বিবেক-বিরুদ্ধ কথাগুলোর ব্যাপারে তাঁর বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আবার চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। প্রত্যেক বা অধিকাংশ মুসলমান যদি এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, তবে আমি নিশ্চিত যে মুসলমানরা আবার তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাবে এবং ভবিষ্যতে বিবেক-বুদ্ধি-বিরুদ্ধ কথাকে ইসলামের কথা বলে তাদের গ্রহণ করানো অসম্ভব হবে। সঠিক বিবেক হচ্ছে আল্লাহর তথা ইসলামের প্রহরী। তাই ইবলিসের পক্ষে কিছু প্রহরীকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব হলেও সকল প্রহরীকে (বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৫০ কোটি) ধোঁকা দেয়া সম্ভব হবে না। আপনাদের সবার দোয়া চেয়ে এবং এক ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া অন্য ভাইয়ের ঈমানী দায়িত্ব এবং

এটি জামাতে নামাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (সা.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো তা জানা ও বোঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি – মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন, নেককার মু'মিন, ফাসিক ও কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ

১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনাসম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরনকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?

প্রাপ্তিস্থান

⑥ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪

⑥ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন: ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

⑥ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮

⑥ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬

⑥ এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে